যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

২৫

ফল বিপর্যয়

সিলেটের ৩৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বোর্ড

সিলেট ব্যুরো

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের কারণে সিলেটের ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর শাস্তির খড়্গ নেমে আসছে। ২/৩ দিনের মধ্যে সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল বিপর্যয়ের কারণ ১৫ দিনের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দেয়া হতে পারে। অন্যথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও, একাডেমিক স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এই ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ২০ শতাংশ পাস করতে পারেনি। ২০০৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সিলেটে এরকম প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র ১০টি।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেছেন, ফল বিপর্যয়কারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যায়ক্রমে শাস্তির আওতায় আনা হবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় কেউ পাস করতে পারেনি, সেসব প্রতিষ্ঠানে ২/৩ দিনের মধ্যে পাঠদানের অনুমতি বাতিল প্রসঙ্গে পত্র প্রেরণ করা হবে। এভাবে, পর্যায়ক্রমে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি তাদের পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি বাতিলের নোটিশ দেয়া হবে।

সিলেট শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ফল বিপর্যয়ের জন্য এ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকা ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সিলেট জেলার ১১টি, সুনামগঞ্জের ১১টি, মৌলভীবাজারের ৮টি ও হবিগঞ্জ জেলার ৪টি। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বড়চতুল হাইস্কুল, সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার একতা হাইস্কুল। মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার মাইজগ্রাম হাইস্কুল থেকে কেউ পাস করেনি। বড়চতুল হাইস্কুল থেকে ৩ জন এবং একতা হাইস্কুল ও মাইজগ্রাম হাইস্কুল থেকে ৭ জন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। ২০ শতাংশ পাস করতে পারেনি এমন ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এর মধ্যে বিয়ানীবাজার উপজেলায় শতগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৩ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও পাস করে মাত্র ১ জন। এ স্কুলের পাসের হার ৭ দশমিক ৬৯। বিয়ানীবাজারের ফারহানা হুসেন হাইস্কুল থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন পাস করেছে। পাতন আবদুল্লাহপুর হাইস্কুলের ১৭ জনের মধ্যে ২ জন পাস করেছে। গোলাপগঞ্জের গোলাম মকবুল হাইস্কুলের ১০ জনের মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ জন। জকিগঞ্জ উপজেলার সাজ্জাদ মজুমদার হাইস্কুলের ২৮ জনের মধ্যে ৪ জন পাস করেছে। জকিগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের ১৭ জনের মধ্যে ৩ জন পাস করেছে। বিশ্বনাথ উপজেলার রসুলপুর হাইস্কুলের ১১ জনের মধ্যে ২ জন পাস করেছে। সিএমপি একাডেমির ২১ জনের মধ্যে ৪ জন পাস করেছে।

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার খল হাইস্কুলের ২১ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মাত্র ১ জন পাস করে। দিরাইর তাহল হাইস্কুলের ২০ জনের মধ্যে ২ জন পাস করেছে। হাফিজ আলী হাইস্কুলের ১২ জনের মধ্যে ৪ জন পাস করেছে। ছাতক উপজেলার হাজী আবদুল খালিক হাইস্কুলের ১১ জনের মধ্যে ১ জন পাস করেছে। হাজী জামাল উদ্দিন হাইস্কুলের ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন পাস করেছে। গদিপুর হাইস্কুলের ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন পাস করেছে। জগন্নাথপুর উপজেলার আহমদ সুবান হাইস্কুলের ২৪ জনের মধ্যে ৪ জন পাস করেছে।

বালাগঞ্জের সমরসেচা হাইস্কুলের ৫৪ জনের মধ্যে ১০ জন পাস করেছে। জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাঁও টিএম হাইস্কুলের ৩১ জনের মধ্যে ৬ জন পাস করেছে।

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাহিকুল হাইস্কুল থেকে ১৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মাত্র ১ জন পাস করে। কদমহাটা হাইস্কুলের ৪৪ জনের মধ্যে পাস করেছে ৮ জন।